তারিখ ... 23 APR 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ৪ ...

দৈনিক
ইত্তেফাক

আমাদের জাতীয় শিক্ষার ভেতরের ক্ষত

মহসিন খোন্দকার

শিক্ষায় বৃত্তি ও উপবৃত্তি বাড়ানো, ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত বিনামূল্যে বই বিতরণ, প্রায় ২৬ হাজার রেজিস্টার প্রাথমিক বিদ্যালয়কে সরকারিকরণ, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী নিয়োগ, মাধ্যমিক স্তরে গ্রন্থাগারিক নিয়োগ, দাখিল মাদ্রাসার সুপারকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষকের সমান মর্যাদা প্রদান, স্বতন্ত্র আরবি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, বেসরকারি শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি, বাসাভাড়া ও চিকিৎসাভাতা বৃদ্ধিসহ বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় শিক্ষক নিয়োগ স্বচ্ছ করার জন্যে সরকারের তরফ থেকে আলাদা নিয়োগ ব্যবস্থা গ্রহণ খুবই প্রশংসনীয় উদ্যোগ। কিন্তু এত কিছুর পরও ফসল পোকাক্রান্ত। অর্থাৎ শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারের সকল উদ্যোগ সকল প্রচেষ্টা বিফলে যেতে বসেছে কিছু অসাধু শিক্ষক ও শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীর জন্যে।

জাতীয় শিক্ষা শরীরে আস্তে আস্তে পুরনো রোগ আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। সে রোগের নাম নকল বা অসৎ উপায়। বর্তমানে অনেক জায়গায় মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের পাবলিক পরীক্ষাগুলো স্বচ্ছ ও সুন্দর হচ্ছে না। অন্যদিকে বার বার পাবলিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্রই ফাঁস হয়ে যাচ্ছে। এ অবস্থা আমাদের সার্বিক শিক্ষাব্যবস্থাকে পঙ্গু করে দিচ্ছে। প্রশ্নপত্র ফাঁস হলে মেধাবী শিক্ষার্থীরা চরমভাবে হতাশ হয়ে পড়ে। সে হতাশা থেকে আস্তে আস্তে লেখাপড়ার প্রতি জন্ম নেয় অশ্রদ্ধা।

আরো ভয়াবহ ব্যাপার হলো অনেক পাবলিক পরীক্ষার ক্ষেত্রে পরীক্ষাকেন্দ্রের সংশ্লিষ্ট সবাই মিলে ভালো ফলাফলের জন্যে পরীক্ষার্থীদের অবৈধ পন্থা অবলম্বন করার সুযোগ করে দিচ্ছেন। তাদের মধ্যে এমন একটা সমঝোতা হয়—আপনি আমারটা দেখবেন, আমি আপনারটা দেখব। এ সমস্তকে কেন্দ্র করে চলমান এইচএসসি পরীক্ষার কয়েকটি কেন্দ্রে মারামারি, সংঘর্ষ ও অবরোধের মতো ঘটনাও ঘটেছে। এইচএসসির ইংরেজি দ্বিতীয় পত্র পরীক্ষার দিন নরসিংদীর একটি পরীক্ষাকেন্দ্রের কক্ষপরিদর্শককে পাঁচ শ পরীক্ষার্থী দু'ঘণ্টা অবরোধ করে রাখে নকল করার সুযোগ দেননি বলে। পরে অতিরিক্ত পুলিশ এসে কক্ষপরিদর্শককে উদ্ধার করেন। নকলের সুযোগ না পেয়ে ভোলার বোরহানউদ্দিন মহিলা ডিগ্রি কলেজ কেন্দ্রে ভাঙচুর করেছে এইচএসসি পরীক্ষার্থীরা। তারা কলেজে ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করে শিক্ষকদের অবরোধ করে রাখে। এক পর্যায়ে রাস্তা অবরোধ করে বাস ভাঙচুরের চেষ্টা চালায় তারা। হামলায় চার শিক্ষক ও ছয় পুলিশসহ আহত হয়েছে কমপক্ষে ২০ জন।

গত বছর তিনজন শিক্ষককে জেএসসি পরীক্ষার কক্ষ পরিদর্শকের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়; কারণ তাঁরা পরীক্ষার হলে পরীক্ষার্থীদের নকল করার সুযোগ দিতে চান না, বাইরের শিক্ষকদের পরীক্ষার হলে ঢুকতে দেন না, প্রশ্নের উত্তর নিয়ে গেলে পরীক্ষার্থীদের সুযোগ দেন না তা লেখার জন্যে। তাঁদের বিরুদ্ধে এক শ একটা অভিযোগ। যাঁরা পরীক্ষাকেন্দ্র পরিচালনা করেন তাঁদের যুক্তি হলো, জেএসসি পাস না করলে নবম-দশম শ্রেণিতে ছাত্রছাত্রী আসবে কোথা থেকে!

এমন ঘটনাও ঘটেছে পরীক্ষা শেষে অনেক শিক্ষার্থী অফিসে গিয়ে ভুল করা অংক ঠিকঠাক করেছে, অনেক শিক্ষক উত্তরপত্র ঘেঁটেঘুটে দেখেছেন, ইংরেজি গ্রামার শুদ্ধ করেছেন, অনেক কিছুই করেন তাঁরা।

২০১৩ সালের একটি কারিগরি কলেজের (এইচএসসি ভোক) পরীক্ষাকেন্দ্রে গিয়েছিলাম কক্ষপরিদর্শকের দায়িত্ব পালন করতে। পরীক্ষার কেন্দ্রে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে এবং আমার সঙ্গের জনকে জামাই আদর শুরু করলেন পরীক্ষার সংশ্লিষ্ট লোকেরা। এটা খান, ওটা খান, পানির বদলে ডাবের পানি, চায়ের বদলে কফি, এটা-সেটা আরো কত কী! পরে পরীক্ষা শুরু হলে এসব আপ্যায়নের মাহাত্ম্য বুঝতে পারলাম। আমরা দুজন একদিনই দায়িত্ব পালন করেছিলাম। পরে অধ্যক্ষ মহোদয়কে অনুরোধ জানিয়ে আমরা সরে পড়েছিলাম।

এসব যখন ঢুকে গেছে—তাহলে পুরো শিক্ষাজগৎ মৃত্যুপুরীতে পরিণত হবে, লেখাপড়া বলে কিছুই থাকবে না, এখনই কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সময় আমাদের রাষ্ট্রীয় শিক্ষাব্যবস্থার ভয়ার্ত কঙ্কালটা বেরিয়ে পড়ে, ভেতরের মহাশূন্যতাটা দেখা যায়। এ ধরনের পাস দিয়ে কী হবে? কী হবে এর ভবিষ্যৎ?

নরসিংদী